গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ আখতার হোসেন সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	২৭ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময়	দুপুর ১১:৩০ টা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট "ক"

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় জননিরাপত্তা বিভাগের সকল অতিরিক্ত সচিব এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি অধিদপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে মতামত বিনিময় করেন। গত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন বা বিয়োজন না থাকায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানান। সে মোতাবেক কার্যপত্রের সিদ্ধান্তসমূহ এবং গৃহীত ব্যবস্থা সভায় উপস্থাপন করা হয়।

২.০ সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনে পরিসংখ্যান উল্লেখ করে মাসভিত্তিক তথ্য পরিসংখ্যান matrix আকারে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আলোচন করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট ১৮ টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। উক্ত প্রতিশ্রুতির মধ্যে ইতিমধ্যে ১৩টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ০৫ টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট ২৭টি নির্দেশনা প্রদান করেন। তন্মাধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ১৪টি এবং ১৩টি নির্দেশনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অতঃপর সভায় বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ ধারাবাহিকভাবে অগ্রগতিসহ উপস্থাপন করা হয়।

৩.০ বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রঃনং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও তা প্রদানের তারিখ	সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৩.১	কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসা সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে ১১-০২-২০১৬	আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা আইন বিচার ওসংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি চুড়ান্তভাবে প্রণয়ন হলে কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণের বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। বাস্তবায়নে: আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	গত ১৯/১০/২০২২ তারিখ, ২৬৪ নং স্মারকে ব্যাটালিয়ন আনসার প্রবিধানমালা-১৯৯৬ অনুসারে আনসার বাহিনীতে অঙ্গীভূতকরণের নির্ধারিত যোগ্যতার শর্তসমূহ একবারের জন্য প্রমার্জন করে কর্মরত ৬০০ (ছয়শত) জন হিল আনসার ও ৪৩৯ (চারশত) জন বিশেষ আনসার অর্থাৎ মোট ১০৩৯ (এক হাজার উনচল্লিশ) জনকে ব্যাটালিয়ন আনসারের শূন্য পদে স্থায়ীকরণ/নিয়মিতকরণের বিষয়টি ‘ব্যাটালিয়ন আনসার প্রবিধানমালা, ১৯৯৬’ এ অন্তর্ভূক্তকরণের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ১৯-১০-২০২২ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.২	ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ীকরণ সময় শূন্য বছরে নিয়ে আসা হবে। ১১-০২-২০১৬	আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ চুড়ান্ত প্রণয়নের ভেটিং এর জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।আইনটি বাস্তবায়িত হলে ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ী করণের শূন্য বছরে নিয়ে আসার বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। **বাস্তবায়নে:** আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৬(ক) মোতাবেক বর্তমানে ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা ০৬ (ছয়) বছর। তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের সময়সীমা শূন্য বছরে নিয়ে আসা অর্থাৎ চাকরিতে যোগদানের তারিখ হতে স্থায়ীকরণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০৩.০৭.২০১৮ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ এ বিদ্রোহ সংক্রান্ত অপরাধ ও শাস্তির যে সকল বিধান রয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ‘ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫’ এর পরিবর্তে ‘আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৯’ এর খসড়া প্রনয়ণ করে নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগেরপরীক্ষা-নীরিক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ পরবর্তিতে আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০২২ হিসেবে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে ভেটিং এর জন্য খসড়াটি ০৫-০৪-২০২২ তারিখ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি প্রণীত হবার পর ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকুরি স্থায়ীকরণের বিষয়টি বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যাবে।
৩.৩	থানার জন্য নিজস্ব ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ। ০৬-০৬-২০১০	চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির শতকরা হিসাব উল্লেখ করে প্রতিবেদন জননিরাপত্তা বিভাগের প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ অনুবিভাগ/ উন্নয়ন অনুবিভাগ।	ক) “পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক একটি প্রকল্প ৮৬৮৩০.৬৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ১০১টি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। খ) বর্তমানে “দেশের বিভিন্ন স্থানে থানার প্রশাসনিক কাম ব্যারাক ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প ১১৬৩৯৩.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০২২ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটির আওতায় সারাদেশে আরো ১০১ টি নতুন থানা ভবন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটির উপর গত ০৩/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি গত ২৭/০৬/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ২৩/০৭/২০২২ তারিখে কতিপয় পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করে উহা সংশোধন পূর্বক পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। বর্তমানে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রকল্পটির ডিপিপি পুনর্গঠন চলছে।

৩.৪	আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ১১-০২-২০১৬	ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতেহবে। **বাস্তবায়নেঃ** আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	০১। বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ১৫টি আনসার ব্যাটালিয়ন) প্রকল্পের আওতায় (২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অনুমোদিত)৬-তলা ভিত বিশিষ্ট ৪-তলা ব্যারাক ভবন ও অধিনায়ক বাংলো নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। (বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%) ০২। মাঠ পর্যায়ে চাহিদার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত ১৫টি ব্যাটালিয়নের মাষ্টার প্লানের পুন: পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। স্থাপত্য নকশা পাওয়ার পর ২য় পর্যায়ে অবশিষ্ট ২৭টি ব্যাটালিয়নকে মডেল ব্যাটালিয়নে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করে এ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য গত ২০-১০-২০২২ তারিখে আনসার অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.৫	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ। ০৩-০৫-২০০৯	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ অনুবিভাগ	রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ১২.০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানার অভ্যন্তরে ভিভিআইপি ডিউটিতে নিয়োজিত ফোর্সের আবাসনের জন্য ৬ তলা ব্যারাক ভবনের নির্মাণ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় তলা ব্যবহৃত হচ্ছে। ৮০% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট ২০% কাজ সম্পন্ন করা হবে।

৪.০ বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও তা প্রদানের তারিখ</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী</th><th>বাস্তবায়ন অগ্রগতি</th></tr>
<tr><td>৪.১</td><td>সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ করতে হবে।
১১-০৫-২০১৬</td><td rowspan="2">সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে বিশেষ কোন মতামত/সুপারিশ থাকলে তা এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: রাজনৈতিক ও আইসিটি অনুবিভাগ।</td><td rowspan="2">জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ, নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনসাধারনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সারাদেশে সাধারন জনগণ, জনপ্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম, গ্রাম পুলিশ, গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণের মাধ্যমে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড রোধকল্পে উদ্বুদ্ধকরণ সভার কার্যক্রম, প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।</td></tr>
<tr><td>৪.২</td><td>জঙ্গিবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনাকারী এবং নাশকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।
২০-০৪-২০১৬</td></tr>
<tr><td>৪.৩</td><td>২০০১-২০০৬ সময়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিষয়ে সংঘটিত হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশের ভিত্তিতে করা মামলাসমূহের তদারকি কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।
০৭-০৫-২০১৫</td><td>(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।
(২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
(৩) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/মনিটরিং কমিটি</td><td>২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে জুডিশিয়াল তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ৪৩৫ টি মামলা রুজু হয়। পরিসংখ্যান নিম্নরুপ:
<table>
<tr><th>মামলার সংখ্যা</th><th>অভিযোগপত্র</th><th>চুড়ান্ত রিপোর্ট</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>৪৩৫</td><td>৩৮৫</td><td>৩৩</td><td>১৭ টি মামলা উচ্চ আদালতের আদেশে স্থগিত রয়েছে</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>৪.৪</td>
<td>২০১৪’র জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর জন্য সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।
০৭-০৫-২০১৫</td>
<td>(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।
(২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
(৩) স্থগিত মামলাগুলি আলোচনা করে সচল করার ব্যবস্থা করতে হবে।
(৪) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/মনিটরিং কমিটি</td>
<td>১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঠেকানোর লক্ষ্যে সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত অপারাধীদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনে ১ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্তের বিররণ নিম্নরুপ: (সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) পরিসংখ্যান নিম্নরুপ:
<table>
<tr><th>মামলার সংখ্যা</th><th>অভিযোগ পত্র</th><th>চুড়ান্ত রিপোর্ট</th><th>তদন্তাধীন</th></tr>
<tr><td>৩৭৮৬</td><td>৩৫৪৯</td><td>১৮৬</td><td>৫১</td></tr>
</table>
অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতের লক্ষ্যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মামলাসমূহের তদন্তসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারক অব্যাহত রেখেছেন।
উল্লেখ্য যে, জিএমপি গাজীপুর এর জয়দেবপুর থানার মামলা নং-১১৭, তারিখ ৩১/১২/২০১৪ খ্রি. ধারা-১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩).২৫-ঘ ভুলবশত ২০১৩ সালের রাজনৈতিক সহিংসতায় রুজুকৃত মামলা হিসেবে দেখানো হয়েছিল। জিএমপি, গাজীপুর হতে প্রাপ্ত সেপ্টেম্বর ২০২২মাসের প্রতিবেদনে ২০১৩সালের রাজনৈতিক সহিংসতার মামলা হতে উক্ত মামলাটি বাদ দেয়া হয়েছে বিধায় মামলার সংখ্যা ইতোপূর্বের তুলনায় ১টি কম দেখানো হয়েছে। (পূর্বে ছিলো ৩৭৮৭টি মামলা)</td>
</tr>
<tr>
<td>৪.৫</td>
<td>অবরোধ, হরতাল চলাকালীন সহিংসতার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্ত, চার্জশীট, প্রতিবেদন ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।
০৭-০৫-২০১৫</td>
<td>(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।
(২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।
(৩) স্থগিত মামলাগুলো সচল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি</td>
<td>০১ জানুয়ারী ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত সারাদেশে সহিংসতার ঘটনায় মামলার তথ্য:
<table>
<tr><th>মামলার সংখ্যা</th><th>অভিযোগপত্র</th><th>চুড়ান্ত রিপোর্ট</th><th>তদন্তধীন</th></tr>
<tr><td>১৮২৬</td><td>১৭৮৮</td><td>৩৪</td><td>৪</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>৪.৬</td><td>সোনা পাচার/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানব পাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।
০৭-০৫-২০১৫</td><td>(ক) যেসব মামলা দায়ের করা হয়েছে, তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(খ) প্রতি মাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে মামলা নিষ্পত্তির হার উল্লেখ করতে হবে।
(গ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ</td><td>মানব পাচার প্রতিরোধে দেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ পুলিশ, সীমান্তে বর্ডার গার্ড (বিজিবি) এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটি জেলায় মানব পাচাররোধে বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) নিয়োগ করাসহ মানব পাচাররোধ সংক্রান্ত মামলা বিচারের জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিগত ২০২০ সালে ০৭টি বিভাগীয় জেলা শহরের “মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল” গঠিত হয়েছে। মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে ইতোমধ্যে তিন বছর মেয়াদী ০৩টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং “মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০২২” এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতি বছর মানব পাচার দমন সংক্রান্ত দেশীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করে থাকে। এতে সরকারি এবং বেসরকারি বাস্তবায়ন সংস্থার মানব পাচার প্রতিরোধে এবং ভিকটিমদের সুরক্ষাপ্রদানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের বিশদ বিবরণ থাকে। মানব পাচার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন সংস্থার নিরলস কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</td></tr>
<tr><td>৪.৭</td><td>জেলায়/উপজেলায় পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।
০৭-০৫-২০১৫</td><td>(১) উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।
বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পুলিশ/উন্নয়ন অনুবিভাগ/ উপসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ</td><td>রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ৩৮৭.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১৫টি ফাঁড়ি নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
<table>
<tr><th>বাস্তবায়িত</th><th>চলমান</th><th>অগ্রগতি</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>৭০</td><td>৫৩</td><td>৮০.৫০%</td><td>অবশিষ্ট১৯.৫০% কাজ আগামী ৩০/০৬/২০২৫খ্রি. তারিখের মধ্যে সমাপ্ত পূর্বক হস্তান্তর করা হবে।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>৪.৮</td><td>মডেল থানার জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব যৌক্তিক করতে হবে।
০৭-০৫-২০১৫</td><td>ভূমি বরাদ্দ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে। তবে অত্যাবশ্যক/ জরুরি প্রয়োজনে পূর্বের নীতিমালার প্রস্তাব প্রেরণ করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ/সংশ্লিষ্ট কমিটি</td><td>বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের জন্য জমির প্রাপ্যতা নির্ধারণ সংক্রান্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণলায়/ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠণ করা হয়েছে। উক্ত কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশমালা অনুযায়ী গত ৫-১১-২০১৯ খ্রি. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন ইউনিট/দপ্তরের জন্য জমির পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত সুপারিশমালা অনুযায়ী জমির অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান আছে।</td></tr>
</table>

৪.৯	সম্প্রতি যে সমস্ত এলাকায় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটানো হয়েছিলো সে সমস্ত এলাকায় যৌথ অপারেশন চলমান রাখতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	যৌথ অপারেশন চলমান রাখতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ।	২০১৪ সাল হতে ২০২২ সাল (সেপ্টম্বর) পর্যন্ত পুলিশ কর্তৃক মোট ৩০১৬৩টি অভিযানে ১৮৬৬৬ জন গ্রেফতার এবং ১৯৫টি পিস্তল, ৬০টি রিভলবার, ৮০টি পাইপগান, ১৮টি সুটার গান, ১১টি রাইফেল , ২২টি ওয়ান সুটার, ৪৫টি বন্দুক, ৯০৭টি ককটেল, ৫২টি বোমা, ১৬৫৫ রাউন্ড কার্তুজ, ২৪টি এক নলা বন্দুক, ৩টি দুই নলা বন্দুক, ২ কাটা রাইফেল, ১টি নাইন সুটার, এয়ারগান, ১৩টি শটগান, ৬৬টি এলজিপি, ২টি এমএলআর, ৩টি এসএমজি, ১৭টি ওয়ান সুটার শটগান, ১০ অন্যান্য অস্ত্র ২১৫৩ রাউন্ড গুলি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। বিগত সময়ে সকল এলাকায় সন্ত্রাসী/নাশকতামূলক কর্মকান্ড ঘটানো হয়েছিল ঐ সকল এলাকাসহ সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট কর্তৃক গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

৪.১০	কোস্টগার্ড কর্তৃক পরিচালিত অভিযান এবং টহল অব্যাহত রাখতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে এর কার্যক্রম গতিশীল বিশেষ করে সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কঠোর হতে হবে। (১৬-০৩-২০১৪)	(ক) সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) ড্রোন ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	ক। উপকূলীয় অঞ্চলে মানব পাচার ও মাদকের অনুপ্রবেশরোধসহ বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড সদা তৎপর। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের দায়িত্বাধীন এলাকায় বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের অধীন ০৪টি জোন, ০৫টি বেইস, ২৭টি জাহাজ, ১৩৬টি বোট, ৪২টি স্টেশান ও ১৫টি আউটপোষ্ট বিদ্যমান। সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচারের বিষয়ে নজরদারি উপলক্ষ্যে এসকল জোন, বেইস, জাহাজ, বোট, ষ্টেশন ও আউটপোষ্ট সার্বক্ষণিকভাবে নজরদারী, মনিটরিং, টহল ও আভিযানিক কার্যক্রম আরও জোড়দার করা হয়েছে। কক্সবাজার, টেকনাফ, ইনানী, হিমছড়ি, বাহারছড়া, ভোলা ও সুন্দরবনসহ উপকূলীয় এলাকায় কোস্ট গার্ড এর নতুন ষ্টেশন/আউটপোষ্ট চালুকরত জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে টহল জোরদার করা হয়েছে। সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচারের বিষয়ে কোস্ট গার্ড নজরদারি পূর্বেল তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং অপরেশন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। খ। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ০১ জানুয়ারি ২০২২ হতে ১৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্বাধীন এলাকায় মোট ৩২,৫৯৭টি অভিযান পরিচালনা করে। ৭৪,৩২০টি বোট তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন অবৈধ মালামাল আটক করে। যা আনুমানিক মূল্য ৩,০৪৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২৮ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৪৯ পিস ইয়াবা, ৬,৭৬৯ ক্যান/বোতল বিয়ার, ২.৯ কেজি ক্রিস্টাল মেথ (আইস), ৮২ কেজি গাঁজা/হেরোইন ও ৮৫ লিটার বিভিন্ন প্রকার দেশি/বিদেশি মদসহ আনুমানিক ১০৫ কোটি ৮৫ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা মূল্যমানের মাদক দ্রব্য রয়েছে। জব্দকৃত অবৈধ মালামাল ও মাদকদ্রব্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন থানায় হস্তান্তর করা হয়। গ। ভাসানচর এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি, রোহিঙ্গা পলায়ন রোধ এবং সর্বোপরি জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে রোহিঙ্গাদের সুষ্ঠভাবে মনিটরিং সহজতর করার জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০ জুন ২০২২ তারিখ ০২ (দুই)টি অত্যাধুনিক ও উন্নত ফিচারসমৃদ্ধ Photography Drone with Associated Accessories ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে ০১ টি ড্রোন ভাসানচরে এবং অপর ০১ (এক)টি ড্রোন বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্তে উদ্ভুত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ষ্টেশান সেন্টমার্টিন্স এ মোতায়েন করা হয়েছে।

৪.১১	(ক) পুলিশ সদস্যদের আবাসিক সমস্যা নিরসন করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে আরও তৎপর হতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভার পূর্বে প্রশাসন অনুবিভাগকে অবহিত করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ উন্নয়ন অনুবিভাগ।	ক। রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ১১৯৫.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন জেলা/ইউনিটের ফোর্সের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য পুরুষ ও মহিলা ব্যারাক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয় । ইতোমধ্যে ৫২% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৮% কাজ চলমান রয়েছে। আগামী ৩০/০৬/২০২৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে চলমান নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হবে।
	(খ) সীমান্তে চোরা চালান ও মাদক প্রতিরোধে বিজিবিকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। অরক্ষিত এলাকায় বিওপি নির্মাণ করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	(ক) সীমান্তে চোরাচালান ও মাদক প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। (খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) ড্রোন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে বাস্তবায়নে: বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	খ। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশনা অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মাদক পাচারসহ সকল ধরণের চোরাচালান রোধকল্পে বদ্ধপরিকর। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বাংলাদেশের সীমান্তে নিয়োজিত একমাত্র সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। সীমান্ত এলাকা দিয়ে যাতে চোরাচালান ও মাদক পাচার হতে না পারে সে লক্ষ্যে বিজিবি'র সার্বক্ষণিক টহল কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যাপক তল্লাশী এবং কঠোর নজরদারী অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও, ভারত এবং মায়ানমার এর সাথে ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় নতুন ৬২টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪০১.৫ কিলোমিটার সীমান্ত ইতোমধ্যে নজরদারীতে আনা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩৭.৫ কিঃ মিঃ অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় আরও ২২টি নতুন বিওপি স্থাপন করা হবে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নীলডুমুর ও সুন্দরবনের গহীন অরণ্যের ৬০ কিলোমিটার জল সীমান্তে ২টি ভাসমান বিওপি (কাচিঁকাটা ভাসমান বিওপি ও আঠারোবেকী ভাসমান বিওপি) স্থাপন করা হয়েছে। আরও ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন (বয়েসিং ভাসমান বিওপি ও হলদিবুনিয়া ভাসমান বিওপি) রয়েছে।
৪.১২	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ, আন্তঃবাহিনী সম্পর্ক, কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ ও আন্ত:বাহিনী সম্পর্ক কর্মপরিধির প্রস্তাব আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ, আন্তঃ বাহিনী সম্পর্ক, কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনার জন্য আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪.১৩	সাতক্ষীরা সদর উপজেলার আগরদাড়ীতে একটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন। ২০-০১-২০১৪	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগপূর্বক কার্যক্রম দ্রুত ত্বরান্বিত করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হলে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ০২/০২/২০২০ তারিখের সভায় প্রস্তাবিত আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের সন্নিকটে অবস্থিত ২/৩টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত করে শর্ত সাপেক্ষে সাতক্ষীরা জেলার সদর থানাধীন ৫টি ইউনিয়ন যথা: ১. আগড়দাড়ী ২. বাঁশদহা ৩. কুশখালী ৪. শিবপুর এবং ৫. বৈকারী ইউনিয়ন সমন্বয়ে আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ১৪/০৭/২০২০ তারিখ আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনে সাতক্ষীরা সদর থানা এলাকায় বিদ্যমান ৩টি ফাঁড়ি হতে ২টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত করার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা-কে অনুরোধ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে ০১/০৯/২০২০ তারিখ জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। প্রতিবেদনে তিনি পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা কর্তৃক প্রদত্ত মতামত “২/৩টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত না করে অবিলম্বে সাতক্ষীরা জেলার সদর থানাধীন প্রস্তাবিত আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ” এর সাথে সহমত পোষণ করেন। নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির গত ০২/০২/২০২০ তারিখের এবং এ বিভাগের ১৬/০৩/২০২০ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত প্রতিপালন না করে সরকারি পত্রালাপের শিষ্টাচার বহির্ভূত শব্দচয়নের বিষয়ে পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা এর ব্যাখ্যা গ্রহণপূর্বক এ বিভাগকে অবহিতকরণের জন্য ১৩/০১/২০২১ তারিখের ১৬নং স্মারকে পুলিশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। ১৩/০১/২০২১ তারিখ এ বিষয়ে পুনরায় মতামত প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা-কে অনুরোধ করা হয়। জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। ২৩/০৫/২০২২ ও ২৪/১০/২০২২ তারিখ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সাতক্ষীরাকে তাগিদ প্রদানসহ টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে।

৫.০ জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা শেষে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরুপ:

সিদ্ধান্তসমুহঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে দ্রুত এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান, সকল অতিরিক্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
৫.২	প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ এর মধ্যে উন্নয়নমূলক প্রকল্প যেন যথাসময়ে সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। PIC এবং PSC সভা নিয়মিত করতে হবে। এ বিভাগের পরিকল্পনা অনুবিভাগ তা তদারকি করবে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) , জননিরাপত্তা বিভাগ

৫.৩	সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিষয়ে সংঘটিত হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশের ভিত্তিতে করা মামলাসমূহের তদারকি কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। যে সকল মামলা তদন্তনাধীন বা আদালতের আদেশে স্থগিত আছে সে সকল মামলা দ্রুত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলসহ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	পুলিশ অধিদপ্তর, অতিরিক্ত সচিব (আইন ও শৃঙ্খলা), জননিরাপত্তা বিভাগ
৫.৪	সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ করতে হবে। শিশু ও মানব পাচার প্রতিরোধসহ সীমান্ত এবং উপকূলীয় অঞ্চলে চোরাচালান ও মাদক বিরোধী অভিযান নিয়মিত করতে হবে।	পুলিশ অধিদপ্তর, বিজিবি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নে সকলকে একযোগে কাজ করার মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরের কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে সকল কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আখতার হোসেন
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪৪.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৯.২২৯

তারিখ: ১৪ কার্তিক ১৪২৯
৩০ অক্টোবর ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) দপ্তর সংস্থা প্রধান (সকল)।
২) অতিরিক্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
৩) যুগ্মসচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪) উপসচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জননিরাপত্তা বিভাগ
৬) সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৭) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, জননিরাপত্তা বিভাগ
৮) সহকারী সচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৯) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব কোষ, জননিরাপত্তা বিভাগ

আশাফুর রহমান
উপসচিব